‘শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ’

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান** প্রদত্ত

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। অনন্য গৌরবে ভাস্বর এ দিনটি বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন। এ উপলক্ষ্যে হাবিপ্রবি’র শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই বিজয়ের শুভেচ্ছা। মহান বিজয়ের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহিয়সী নারী জাতির পিতার অনুপ্রেরণাদায়িনী বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল, শহীদ শিশু শেখ রাসেলসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী জাতির সূর্য সন্তান ত্রিশ লক্ষ শহীদকে। তাঁদের বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করছি। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোনকে। আন্তরিক সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। যাঁদের অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রভাতী সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছিল বাংলার রক্তস্নাত শিশির ভেজা মাটি, অবসান হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাড়ে তেইশ বছরের নির্বিচার শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের কালো অধ্যায়। ত্রিশ লাখ শহীদের বুকের রক্ত, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ও অগণিত মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্ভোগের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করি। নয় মাসের জঠর-যন্ত্রণা শেষে এদিন জন্ম নেয় একটি নতুন দেশ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। প্রায় ৯২ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের ঐতিহাসিক রোসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল এই মাহেন্দ্রক্ষণ।

বাংলাদেশ একদিনে স্বাধীন হয় নাই; এ পটভূমিতে রয়েছে দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাস। জাতির পিতার বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন’র যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টি’র শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টি’র ৬-দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে বৈধ ভিত্তি পায় বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। জাতির পিতা অনুধাবন করেছিলেন স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ মূলত সেদিন থেকেই শুরু হয় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে মনোনিবেশ করেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ এর ১১ জানুয়ারি বলেছিলেন, 'তোমাদের এখন একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। দেশ যখন আমাদের আছে, মাটি যখন আমাদের আছে, বাংলাদেশের সোনার মানুষ যখন আছে, তখন আমরা সবই পাবো। যদি আমরা সোনার ছেলে তৈরি করতে পারি, তাহলে ইনশাল্লাহ আমার স্বপ্নের সোনার বাংলা একদিন অবশ্যই হবে। আমি হয়ত দেখে যেতে পারবো না। কিন্তু তা হবে।' হচ্ছেও তাই।

বাংলাদেশের অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, এগিয়ে নিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পিতার আদর্শ ধারণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এ পর্যন্ত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দুটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ১টি শতবর্ষী পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নানামুখি অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ বেশকিছু বৃহদাকার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছেন।

২০২২ সাল হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের এক মাইলফলকের বছর। গত জুন মাসেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছেন বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মাসেতু। আশা করা হচ্ছে, এই সেতু জিডিপি'তে ১ দশমিক ২ শতাংশ হারে অবদান রাখবে। এছাড়া এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রোরেলের ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ মেট্রোরেল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। এটি রাজধানী ঢাকার পরিবহন খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আগামীতে চট্টগ্রামে কর্ণফুলির নদীর তলদেশ দিয়ে চালু হবে দেশের প্রথম টানেল। এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিট আগামী বছর নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অতীতের কোনো সরকার গ্রামের দিকে নজর না দিলেও বর্তমান সরকার শুরু থেকেই গ্রামের উন্নয়নকে অন্যতম গুরুত্ব হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। 'আমার গ্রাম, আমার শহর' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করেছিল সরকার। এপ্রেক্ষিতে ৮৭২৩০টি গ্রাম উন্নয়নের জন্য রুপরেখা প্রণয়ন করা হচ্ছে। আগামির বাংলাদেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে **'স্মার্ট বাংলাদেশ'** বিনির্মাণের শ্লোগানকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

জাতির পিতার উন্নয়ন ভাবনাকে ধারণ করে তাঁরই রক্ত এবং আদর্শের যোগ্য উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন এক অনন্য উচ্চতায়, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, বাংলাদেশকে আজ বিশ্ববাসী সম্মান করে, বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন দেখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবেই, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলার পতাকা আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে উড়বে বিশ্বের বুকে।

পরিশেষে, মহান বিজয় দিবসের এই শুভক্ষণে হাবিপ্রবি পরিবারের সবাইকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আরও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালনের আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

১৬ ডিসেম্বর ২০২২
প্রশাসনিক ভবন

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর